কালের কণ্ঠ

21 OCT 2016

১৪ - ২

আবারও ছাত্রী নির্যাতন

বখাটেদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযান চাই

দেশটা কি বখাটেদের হাতে চলে গেল? তাদের অত্যাচারে মেয়েদের কি স্কুল-কলেজে যাওয়া বন্ধ করে ঘরে বসে থাকতে হবে? দেশে কি মানবিক বোধসম্পন্ন মানুষের এতই অভাব যে একজন বখাটে ছাত্রীদের ওপর চড়াও হলেও কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে আসে না? চাঁপাইনবাবগঞ্জের স্কুল ছাত্রী কণিকা ঘোষ, রাজধানীর উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজের ছাত্রী সুরাইয়া আক্তার রিশা প্রাণ হারিয়েছে বখাটেদের হামলায়। প্রাণ দিতে হয়েছে মাদারীপুরের নিতু মণ্ডলকে। সিলেটের কলেজ ছাত্রী খাদিজা বখাটের হামলার শিকার হয়ে রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এখনো জ্ঞান ফেরেনি তার। এসব ঘটনার রেশ না কাটতেই আবার ছাত্রীদের ওপর বখাটের হামলার ঘটনা ঘটল খোদ রাজধানীতে। এবার আহত হয়েছে যমজ দুই বোন। উত্ত্যক্তের প্রতিবাদ করতে গিয়ে মারাত্মকভাবে আহত দুই বোন ও তাঁদের পরিবার এখন ভুগছে নিরাপত্তাহীনতায়। একই দিনে একই স্থানে দুই বোনের ওপর দুবার হামলা করা হয়েছে। স্থানীয়রা কেউ প্রতিবাদ করেনি। আক্রান্ত দুই ছাত্রীকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসেনি। কেউ কেউ মোবাইলে ছবি তুলেছে, ভিডিও করেছে বলেও অভিযোগ। যে বখাটে এই দুই বোনকে উত্ত্যক্ত করেছে, সে এলাকার পরিচিত সন্ত্রাসী। সহযোগী হিসেবে একজনকে গ্রেপ্তার করা হলেও মূল অভিযুক্তকে গতকাল দুপুর পর্যন্ত পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারেনি। বাসের জন্য অপেক্ষমাণ দুই বোনের ওপর চড়াও হয়ে চড়-থাপড় মেরেই সরে যায়নি বখাটে। দুই বোন তাঁদের বাবার জন্য কলেজের বাইরে যখন অপেক্ষমাণ তখন দ্বিতীয়বারের মতো হামলা করে মারাত্মক আহত হরে। দুই বোনকেই জাতীয় অর্থপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা নিতে হয়েছে। ওদিকে মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখানে নিজের ঘরে দুর্বৃত্তদের ধারালো অস্ত্রের কোপে আহত দশম শ্রেণির এক ছাত্রী ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

দেশের সর্বত্রই বখাটেদের অত্যাচার বাড়ছে। স্কুল-কলেজের সামনে বখাটেরা মেয়েদের উত্ত্যক্ত করছে। নিরাপত্তার কারণে অভিভাবকরা অনেকেই চুপ করে থাকেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান তো আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাহায্য নিতে পারে। এসব প্রতিষ্ঠানের, বিশেষ করে ছাত্রীদের নিরাপত্তার দিকটি বিশেষ বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন। ছাত্রীদের উত্ত্যক্তকারী বখাটেদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। আর কোনো কণিকা, রিশা কিংবা নিতু মণ্ডল যেন অকালে ঝরে না যায়, তার জন্য এখনই সর্বাত্মক অভিযান চালাতে হবে। বখাটে ও তাদের পরিবারের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারলে বিসিআইসি কলেজের দুই বোনের মতো আরো অনেক মেয়েই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবে।